সাদি মোহাম্মদের সংগীত সন্ধ্যা

ভজন সরকার

এপ্রিল ২৫,২০০৯, হ্যামিলটন, ওন্টারিও, কানাডা : হ্যামিলটনে হয়ে গেলো বাংলাদেশের প্রখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পি সাদি মোহাম্মদের একক গানের অনবদ্য একটি সন্ধ্যা । আয়োজনে স্থানীয় একটি ট্র্যাভেল এজেনসি –বাট্রাম ট্র্যাভেল। উপলক্ষ্য, বর্ষবরণ ; বাংলা নববর্ষ ১৪১৬ । স্থান : বহুল আলোচিত সেই হিন্দু মন্দিরের হল ঘর । আলোচিত এ জন্য যে ,নিরপরাধ তখনকার সেই শীর্ণ মন্দিরটি সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ (৯/১১ নামে পরিচিত) -এ আক্রান্ত হয়েছিলো ভুল করে মসজিদ ভেবে । তারপর সরকারী সাহায্যেই গড়ে উঠেছে প্রাসাদপ্রতিম এ মন্দিরটি , সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার সুব্যবস্থা সম্পন্ন চমৎকার এ হল ঘরটি সহযোগে ।

হ্যামিলটন শহরটি অবস্থানে ঠিক মাঝ পথে ; একদিকে টরন্টো অন্যদিকে নায়েগ্রা ফলস । লেক অন্টারিও একদিকে বেঁকে হ্যামিলটনকে মাঝামাঝি ব্যবচ্ছেদ করে তৈরী করেছে এক সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ । তার চেয়েও সুন্দর বোধ হয় কয়েক শ' মিটার উঁচু লম্বা হয়ে শুয়ে থাকা একটি পাহাড়- যা দৈর্ঘ্যে প্রায় হাজার মাইল তো হবেই । আমেরিকার মিশিগান থেকে নায়েগ্রা ফলস অবধি - " নায়েগ্রা এস্কারপমেন্ট " । হ্যামিলটনের আদি শহরটি লেক ওন্টারিও- বরাবর । নতুন এলাকা " নায়েগ্রা এস্কারপমেন্ট "-এর একই সমতলে কয়েক শ' বর্গ কিলোমিটার জুড়ে । আর টরন্টো থেকে প্রায় ঘন্টা খানেক দূরত্বের জন্য শহরটিও প্রায় হয়ে উঠছে পরবাসী মানুষদের দ্বিতীয় গন্তব্যস্থল । কম করে হলেও কয়েক হাজার বাংলাদেশী মানুষের বাস এখানে । তাই তুমুল বর্ষণ সিক্ত দিনেও উল্লেখ করার মতো বোদ্ধা শ্রোতাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি যেনো হয়ে উঠেছিলো সংগীতপ্রেমীদের এক অনন্য মেলায় ।

সাদি মোহাম্মদের পরিচিতির আজ আর সবিশেষ অবকাশ নেই । তবুও স্মৃতির ঝাপিতে একটু নাড়া দিলে মনে পড়ে শান্তি নিকেতন থেকে আশির দশকে তিনজন গুনী শিল্পির আগমন বাংলাদেশে । আগমন শব্দটি হয়তো বেমানান এখানে । বলা যেতে পারে ঘরে ফেরা । সংগে নিয়ে কনিকা বন্দোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, শান্তিদেব ঘোষ , সুবিনয় রায়ের মতো অনেক গুনী শিল্পিদের কাছ থেকে কুড়িয়ে নেয়া গুরু-দক্ষিনা । বাংলাদেশে ফেরা এই তিন তরুন শিল্পি সাদি মোহাম্মদ,রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা আর আমিনুর রহমান নিঝু । পরবর্তীতে নিঝু গান গাওয়ার চেয়ে সংগীত শিক্ষা আর সংগীত পরিচালনায় পর্দার নেপথ্যে চলে গিয়ে হঠাৎ করেই প্রয়াত হয়েছেন বেশ কয়েক বছর আগেই । সাদি আর বন্যা বাংলাদেশে রবীন্দ্র সংগীতের এক উজ্জ্বল পরিপুরক জুটি । রবীন্দ্র সংগীতকে সাধারণের মাঝে জনপ্রিয় করার পেছনে যাদের অনস্বীকার্য অবদান; সাগর সেনের পরেই সাদি মোহাম্মদ আর রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা তাদের অন্যতম এপার বাংলায় তথা বাংলাদেশে।

তাই সাদি মোহাম্মদকে নতুন করে পরিচয় করে দেয়ার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র বাংলা ভাষাভাষি বাঙ্গালীর কাছে । কিন্তু যে পরিচয়টি গর্বের সংগে বারবার বললেও শেষ হবার নয় তা হলো,সাদি মোহাম্মদ এক শহীদ মুক্তিযোদ্ধার গর্বিত সন্তান । বাঙ্গালীর অহংকার যে মুক্তিযুদ্ধ, সেই মুক্তিযুদ্ধে সাদি মোহাম্মদ হারিয়েছেন তার পরম প্রিয় পিতাকে । দেখেছেন অনুজ (প্রখ্যাত নৃত্য শিল্পি)শিবলী মোহাম্মদের সাথে ঘরের কোনে লুকিয়ে থেকে কি নির্মম ভাবে সন্তানের সামনেই বাবাকে বর্বর পাকিস্তানী আর রাজাকার আলবদরেরা হত্যা করেছে সে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ । তাই সাদি আর শিবলীর কাছে স্বাধীনতা আর মুক্তিযুদ্ধ অনেক হারিয়ে অনেক পাওয়ার অনুভব ।

সেদিনের সন্ধ্যায় সাদি মোহাম্মদ তাই শুরু করেছিলেন কবিগুরুর দেশ বন্দনার গান - ও আমার দেশের মাটি ,তোমার পরে ঠেকাই মাথা গান-টি দিয়েই । তার পর একে একে প্রেম, পূজা আর প্রকৃতি পর্বের প্রায় ডজন খানিক গান -আগে থেকে রেকর্ড করে আনা যন্ত্র সঙ্গীতের সাথে । পরে অমর হয়ে থাকা অনেকগুলো পুরানো দিনের গান কিছুক্ষনের জন্য হলেও হল ভর্তি শ্রোতাদেরকে নিয়ে গিয়েছিলো স্মৃতির সরণি বেয়ে অনেক দূরে । ও নদীরে, পথের ক্লান্তি ভুলে,এই রাত তোমার আমার - এ রকম অনেকগুলো কালজয়ী গানে এক নিঃসঙ্গ নিথর নিরবতায় তন্ময় হয়েছিলো পুরো দর্শক । এর পর শ্রোতাদের পছন্দের গান ; হারমোনিয়ামের সাথে শুধু তবলা । রবীন্দ্রনাথের আরও অনেকগুলো গান । মনে রাখার মতো পরিবেশিনা ঃ, কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে, তুমি কি কেবলি ছবি, আমি কান পেতে রই,ভালবাসি ভালবাসি ।

সময় গড়িয়ে রাতের মধ্যাহ্ন । তখনও বাইরে তুমুল বৃষ্টিপাত । সদ্য তুষারপাত শেষে সতেজ হয়ে ওঠা প্রকৃতিকে ভিজিয়ে দিচ্ছে বৃষ্টির জল । আর হল ভরা হ্যামিলটনের সংগীত পিপাসু শ্রোতারা সিক্ত সাদি মোহাম্মদের কণ্ঠ মাধুরীতে । মন না চাইলেও ফিরতে হলো ঘরে । তখনও মন ভরে ছিলো সাদি মোহাম্মদের গানে । প্রবাসের এই নির্জন প্রান্তরে গানের সুরধারা ক্ষণিকের জন্য হলেও নিজেকে চেনায়, নিজের ঐতিহ্যের অহংকারকে চেনায়। যেনো উঠে যাওয়া শেঁকড়ে ছিটিয়ে দেয় এক মুঠো মাটি ।

ভজন সরকার : কানাডা প্রবাসী লেখক ও প্রকৌশলী ।